THE HUNGER PROJECT

আলোর বার্তা

উপদেষ্টাঃ ড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পাদকঃ মেহের আফরোজ মিতা
সহ-সম্পাদকঃ আল-আমিন শেখ
নির্বাহী সম্পাদকঃ মোজ্জাম্মেল হক
রিপোর্টারঃ সাইফুল ইসলাম, আবু হানিফ, জামাল হোসেন ও জাকির হোসেন
বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ মিশাল বিন সলিম, তাহসীন উর্মী ও মোহনুর রহমান

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলের অনলাইন বার্তাপত্র

সংখ্যা ৩ । ২৮ আগস্ট ২০২০

করোনায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার স্বেচ্ছাব্রতীরা

যে কোন দুর্যোগ-মহামারীতে নারী ও শিশুরাই বেশী ঝুঁকিতে থাকে। করোনাকালীন অবরুদ্ধ সময়ে নারী ও শিশুদের প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার মাত্রা আশংকাজনক হারে বেড়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলো মেতে উঠেছে বাল্যবিবাহের উৎসবে মেতে উঠেছে। সব মিলিয়ে এই সহিংসতা এক ধরনের ছায়া অতিমারীতে রুপ নিয়েছে।
গ্রামভিত্তিক করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তোলার পাশাপাশি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে শিক্ত অবস্থান নিয়েছে। সংগঠিত স্বেচ্ছাব্রতীরা বিশেষ করে নারী নেত্রী ও যুব সংগঠকরা নানামুখী উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। 'আলোর বার্তা'র এবারের সংখ্যায় আমরা স্বাস্থ্য আচরণবিধি অনুসরণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির প্রচারাভিযানসহ হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে বরিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হবে।

সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান

সম্প্রতি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও আগৈলঝাড়া উপজেলা এবং বরিশাল সদরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় প্ল্যান বাংলাদেশ ও গার্লস অ্যাডভোকেসি অ্যালাইন্স'র সহায়তায় এবং জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসী ফোরাম'-এর উদ্যোগে "করোনা মহামারী সময়কালীন বাল্যবিবাহ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান" শীর্ষক 'মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতবিনিময় সভায়,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিনিধি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রভাষক ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর করোনা মহামারীকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ও বিধিমালার বিভিন্ন ধারার বর্ণনাসহ বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কি করনীয় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলোচকগণ বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য প্রদান করেন। মতবিনিময় সভায় বিশেষজ্ঞগণের আলোচনা ও অংশগ্রহণকারীদের মুক্ত আলাচনা থেকে "করোনা মহামারী সময়কালীন বাল্যবিবাহ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে সুনিদৃষ্ট সুপারিশমালা প্রদান করা হয়।

করোনা সহনশীল গ্রাম তৈরীতে প্রত্যয়ী বিকশিত নারী নেত্রীরা

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস যে অতিমারী রুপ ধারন করেছে তার প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশের নারী ও শিশুরা ইতিমধ্যেই চরম বিপর্যয়কর এক পরিস্থিতিতে পড়েছে। পাশাপাশি ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়ছে শ্রমজীবি অসহায় মানুষগুলো। "সবাই মিলে শপথ করি করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ি"-এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে কাজ করে চলেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের একদল স্বেচ্ছাব্রতী, যারা নিজেদের করোনা ভাইরাসের আক্রমন থেকে সুরক্ষা বা মুক্ত রাখার পাশাপাশি গ্রামের অসহায় নারী, শিশু, শ্রমজীবী মানুষের সুরক্ষিত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিজেদের জীবনের কথা চিন্তা না করে ও অনেক ঝুকির মধ্য দিয়ে ১৬ আগষ্ট ২০২০ ইং তারিখ আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের ফুলশ্রী গ্রামে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নারীনেতৃবৃন্দ করোনা ভাইরাস থেকে সকলকে সুরক্ষা রাখার পাশাপাশি করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ফলোআপ সভার আয়োজন করে। সভায় করোনা ভাইরাস কী, করোনা ভাইরাস এর উপসর্গগুলো কী কী, করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায়, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভাশেষে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে নারী নেতৃরা গ্রামভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও তা উপস্থাপন করেন।

এসডিজি ও সিডও বাস্তবায়নে তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশের উদ্যোগ

করোনাকালীন সময়ে যুব সমাজের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে তাদের আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসী ফোরাম বরিশালের উদ্যোগে এবং প্ল্যান বাংলাদেশের সহযোগিতায় ২ দিনব্যাপি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ ও ১৯ আগস্ট বরিশাল পুলিশ লাইনের সন্নিকটে সেলিব্রেশন পয়েন্টে এসডিজি ও সিডও বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল- এলাকার যুব সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো, সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা, নাগরিকত্ব ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন বিষয়ে ধারণা প্রদান, করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে যুবদের করণীয় ও তাদের ভূমিকা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে যুবদের অন্তর্ভূক্তির জন্য বিষয় ভিত্তিক ধারনা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। যার মাধ্যমে যুবরা একটি সুনিদিষ্ট কর্ম কৌশলের আলোকে এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। প্রশিক্ষণে ১৪ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী সর্বমোট ২৬ জন অংশগ্রহণ করে। । প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।